R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ । ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কলার ল্যাবঃ

৭৬শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
২৫শে এপ্রিল, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

রেলপথে পাচার বেআইনী ভাঙরী আটক এ্যাসিঃ ষ্টেশন মাষ্টার সাসপেণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক গোপন সূত্রে জানতে পারেন ট্রাকে বেআইনী ভাঙরী পাঠানোর অসুবিধা হওয়ায় এখান থেকে চোরা রেলপথে ওসব জিনিস পাঠানো হচ্ছে। এবং এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের কিছু কর্মীর যোগসাজশ রয়েছে। এই খবর পেয়ে তিনি ষ্টেশন মাষ্টারকে সজাগ হতে অনুরোধ করেন ও মাল বুক করার আগে মাল ও মাল প্রেরকের আইনানুগ খোঁজখবর নিতে বলেন। কিন্তু তিনি খবর পান এসব কোন নিয়ম মানা হচ্ছে না এবং রেলে বেআইনী ভাঙরী সমানে বুক হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২ এপ্রিল হঠাৎ রেল ষ্টেশনে হাজির হয়ে তিনি দেখতে পান ১৭ বস্তা ভাঙরী প্রতি বস্তা ১ কুইন্ট্যাল করে ১৭ কুইন্টাল কাটোয়ার জন্য বুক করা হয়েছে। এস ডি ও প্রেরকের খোঁজ করলে কর্মরত এ এস এম এন, সি, সাহা প্রেরকের প্রকৃত নাম ঠিকানা বলতে অপারগ হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক ১৭ বস্তা মাল ও বুকিং রসিদ বই সিজ করে মালদায় রেলের চীফ কমার্শিয়াল সুপারকে সরজমিন তদন্তের জন্য খবর পাঠান। গত ২১ এপ্রিল সুপার সরজমিন তদন্তে এসে মালগুলি ওজন করে দেখেন প্রকৃত ওজন ২৫ কুঃ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মরত এ এস এম এন, সি, সাহাকে সাসপেণ্ড করেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক কাটোয়ার মহকুমা শাসককে খবর পাঠান, পূর্বে সেসব মাল সেখানে পাঠানো হয়েছে বা পরে যা পাঠানো হবে সেগুলির প্রাপকের প্রকৃত ঠিকানা ও সঠিক ক্যাশ মেমো যেন পরীক্ষা করা হয়। এবং জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনকেও আসল ক্যাশ মেমো ছাড়া কোন ভাঙরী মাল বুক না করার জন্য নির্দেশ দেন। ধৃত মালের দাম প্রায় দু'লক্ষ টাকা।

নাম প্রত্যাহারের পর ১৫টি ওয়ার্ডে ৭২ জন প্রার্থী লড়ছেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ এপ্রিল নাম প্রত্যাহারের পর পুর নির্বাচনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে সর্বমোট প্রার্থী রইলেন ৭২ জন। একমাত্র ১২নং ওয়ার্ডে সি পি এম প্রার্থী বালক মুখার্জীর সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নির্দলীয় প্রার্থী সুশান্ত পাণ্ডের। ১৫নং এ রয়েছে মাত্র তিন জন। কংগ্রেসের এবং পুরসভার বর্তমান বিরোধী কমিশনার সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল, সি পি আই এর মিঞা বদোরুজ্জা এবং নির্দলীয় প্রার্থী মানিক চক্রবর্ত্তী। ওয়ার্ড অনুযায়ী বাকীগুলিতে ১নং ৫ জন, ২নং ৫ জন, ৩নং ৮ জন, ৪নং ৪ জন, ৫নং ৫ জন, ৬নং ৪ জন, ৭নং ৫ জন, ৮নং ৪ জন, ৯নং ৭ জন, ১০নং ৫ জন, ১১নং ৫ জন, ১৩নং ৫ জন, ১৪নং ৫ জন এবং ১৫নং এ ৩ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৭২ জন। এর মধ্যে ১৪নং ও ১২নং বাদে কংগ্রেসের ১৩ জন, ৩নং ৪নং ৭নং, ৯নং ও ১৫নং বাদে সি পি এম এর ১০ জন, আর এস পি ৩নং, ৬নং ৯নং, ১৪নং এ ৪ জন প্রার্থী, সি পি আই ১৫নং এবং ১৫নং এ ২ জন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৯নং ১৪নং এ ২ জন, বি জে পি ১, ২, ৪, ৯, ১২, ১৫ বাদে বাকী ওয়ার্ডগুলিতে মোট ৯ জন, এস ইউ সি আই ১নং, ২নং, ১০নং, ১১নং, ১৩নং, ১৪নং মোট ৬ জন এবং নির্দলীয় ২৮ জন লড়াই এ নেমেছেন। অন্য অন্য ওয়ার্ডে যাই হোক ১২নং (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জমির বর্গা দখল নিয়ে গুলি নিখোঁজ এক

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় থানার বীরেন্দ্রনগর গ্রামে গত ২০ এপ্রিল সকাল আটটায় বন্দুকের গুলিতে ঐ গ্রামের বিকল মণ্ডল ও ভবানী মণ্ডল জখম হন। তাঁদের গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। অন্য একজন গোপাল মণ্ডলের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের সন্দেহ গোপাল মণ্ডলকে হত্যা করে তাঁর লাশ গায়েব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জমির বর্গাদারী (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

প্রধানের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ফরাক্কা : গত ১৬ এপ্রিল নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সি পি এমের শ্যামাপদ পালের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনেন গ্রামবাসীরা। গ্রামীদের নিয়ে বেশ কিছু বি জে পি সমর্থক প্রধানকে ঘেরাও করেন ও ঐ টাকার হিসাব দাবী করেন। খবর, ঐ টাকা গ্রামে শিশু, নারকেল গাছের চারা, আম ও (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ট্রাক উল্‌টিয়ে মৃত তিন

বাণীপুর, ২৫ এপ্রিল : রঘুনাথগঞ্জ থানার অজগরপাড়ার মোড়ে কলকাতা থেকে আগত মোবিলের ড্রাম বোঝাই একটি ট্রাক (WML 760) পালটি খেলে ঘটনাস্থলে দুজন আরোহী মারা যান। খবর, ট্রাকটিতে চাকদহ থেকে ২১ জন শ্রমিক কালিয়াচকে যাবার জন্য যাত্রী হন। তাঁরা ট্রাকের মাথায় মোবিলের ড্রামের উপর বসে যাচ্ছিলেন। ট্রাকটি পাল্‌টি খেলে সকলেই আহত হন। ঘটনাস্থলে ঐ দুজন ছাড়াও হসপিটালে আনার পর আরো একজন মারা যান। ৮ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় এবং বাকীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই বৈশাখ বুধবার ১৩৯১ সাল

আমার মাথা নত করে দাও হে…

বিশ্বকবি লিখিয়াছেন—'আমার মাথা নত করে দাও হে/তোমার চরণ ধূলার তলে।' কিন্তু বর্তমানে কি বিদ্বান, কি মুর্খ, কি নির্ধন, কি ধনী কেউই নত বা ছোট হইতে রাজী নহেন। সক্ষম হউক আর নাই হউক উঁচু হইবার সাধটি সবাই রাখেন। পণ্ডিতেরা বলেন—বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। কিন্তু আজকাল সামান্য বিদ্যা কাহারো অন্তরে প্রবেশ করিলেই সে আর বিনীত থাকিতে চাহে না। তখন শুধুমাত্র ব্যবহারে নয় ভাষাতেও বিনয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি গুরুজনদের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া তর্ক আরম্ভ করিতে আনন্দ লাভ করে। এইভাবে সমাজে ঐ জাতীয় বিদ্বানের বৃদ্ধি হইতে থাকিলে পরস্পরের মধ্যে বড়য় লড়াই শুরু হয়। রাম বলে—'হাম বড়া' শ্যাম বলে 'হাম বড়া'। ইহারাই দেশ নেতার পদে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেশের দশের মঙ্গলের ঋজুহাতে আত্ম প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ করেন। কথায় কথায় ইঁহাদের মানের গোড়ায় আঘাত লাগে। ইঁহারা স্বার্থ ও মান বজায় রাখিতে গিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে তাহাতে দেশের সেবা চলুক আর নাই চলুক স্বার্থত্যাগ বা প্রয়োজনে মাথা নত করার প্রবৃত্তি হারাইয়া বসেন। যে কোন সভা সমিতিতে বা দলে এই ধরনের ব্যক্তির আধিক্য হেতু কোন সেবা কার্য্যই – সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় না। ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইয়া দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া যায়। প্রত্যেক দলেই এক একজন স্বঘোষিত নেতা হইয়া পালের গোদা হন ও তাঁহার পদলেহনকারী বেশ কয়েকজন ছোট ছোট নেতা পালের গোদার দোহারী করিতে থাকেন। নেতারা কেহই সৎ, স্বার্থত্যাগী না হইয়া ভণ্ড ও কপটতার আশ্রয় লইয়া নেতা সাজিয়া দেশের ও সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে থাকেন। একটা ভীষণ ভণ্ডামীতে আমাদের দেশ বর্তমা ন পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দাদাঠাকুর বলিয়াছেন—নির্লিপ্ত থাকা, দেশসেবা না করা বরং ভাল, কিন্তু ভণ্ডামী বড় ভয়ঙ্কর বড় অমঙ্গলজনক। এইরূপ ভণ্ডামীতে আমাদের সমাজ ক্রমশঃ শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যদি সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাও—উন্মুক্ত প্রাণে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হও। ভণ্ডামীর মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধারণের নিকট স্বরূপ প্রকাশ কর। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। মনে রাখিও—যাহা সত্য তাহা নিত্য, শাশ্বত সনাতন। তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী মিথ্যা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যেদিন সত্য প্রকাশিত হইবে তাহার তেজে মিথ্যার কুহেলী কাটিয়া যাইতে বাধ্য। সত্যর অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তি দুর্বার ঝঞ্ঝার বেগে মিথ্যার দুর্গকে চুরমার করিয়া সত্যর দেবমন্দির একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠিত করিবেই। তোতা পাখীর মত ইজমের কথা মুখস্থ করিয়া না বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আওড়াইয়া গেলে সমাজ সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে না। স্বার্থত্যাগ করিয়া সার্বজনীন উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই দেশের ও দশের সত্যকারের সেবা করা সম্ভব। নিজেকে উচ্চে প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্তা বনিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। নচেৎ নিজেরও মঙ্গল নাই দেশেরও মঙ্গল নাই। সত্যের বৃক্ষ অশ্বত্থ বৃক্ষ, তাহার বীজ হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহা ধীরে ধীরে বড় হয়। সময় প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই বৃক্ষ বহু বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু মিথ্যার বা উচ্চাশার বৃক্ষ বৃক্ষ নহে উহা বাঁশ ; কয়েক দিনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে গগনচুম্বী হইলেও অনতিকাল মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গ্রামে ডাকাতি

সাগরদীঘি ঃ এই থানার খেরুর গ্রামের মৃৎশিল্পী বৈষ্ণব আথরার মদন দাসের বাড়ীতে গত ১২ এপ্রিল রাত্রে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। ডাকাতদল বাড়ীতে ঢুকে গৃহস্বামীকে মারধোর করে বাসন গহনা এবং কিছু নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। গৃহস্বামী সাগরদীঘি থানায় গেলে তাঁর কেস ডাইরী গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। আর এক খবরে প্রকাশ, মনিগ্রামের নন্দ দাসের বাড়ী থেকে গত ২১ এপ্রিল রাতে চাষের একজোড়া মোষ ও একজোড়া বলদ চুরি হয়েছে বলে খবর।

আর এস এসের প্রশিক্ষণ শিবির

ফরাক্কা ঃ গত ১৮ এপ্রিল স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের হিন্দু মিলন মন্দিরে আর এস এসের এক প্রশিক্ষণ শিবির চালু হয়। এই শিবিরে ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি এলাকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কর্মীরা যোগ দেন। এখানে লাঠিখেলা ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের অন্যতম দল সি পি এমের সন্ত্রাস রোধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় ঐ শিবিরে।

এখনও ঘাট মাশুল ডবল আদায় হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১১ এপ্রিলের জঙ্গিপুর সংবাদে ঘাটের ফেরী মাশুল ডবল আদায়ের অভিযোগ সম্বন্ধে খবর প্রকাশ করে জনসাধারণ, সরকারী প্রশাসন ও পুর প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জনৈক পুর কমিশনার জানান এ বিষয় তাঁরাও অবহিত এবং সে কারণেই ইজারাদারকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে যাঁরা পুর প্রশাসনে পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছেন তাঁরা কিন্তু রহস্যজনকভাবে একেবারে চুপচাপ রয়েছেন। একমাত্র এস ইউ সি দল যাঁদের একজন মাত্র কমিশনার পুর বোর্ডে রয়েছেন, তাঁরা ঘাট পাড়ানী বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১৬ এপ্রিল এক বিক্ষোভ মিছিল করে পুর অফিসে যান ও পরে সেই মিছিল মহকুমা শাসকের অফিসে এসে তাঁর কাছে এক গণ ডেপুটেশন দিয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ এপ্রিল পুর কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ তলবের জন্য ঘাট ইজারাদারকে পুর সভায় ডাকেন। ঘাট ইজারাদার পাঁচ পয়সা খুচরোর অসুবিধার জন্য অনেক সময় দশ পয়সা আদায় করা হয় স্বীকার করেন। এবং ডবল পয়সা আদায় হবে না বলে জানান। অন্যদিকে পুরসভার প্রাক্তন প্রভাবশালী কমিশনার বরুণ রায় আমাদের পত্রিকা দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে এখনও ডবল পয়সা আদায় করা হচ্ছে। গত ২০ এপ্রিল তাঁর কাছেও ১০ পয়সা আদায় করা হয়েছে।

গ্রামীণ শ্রমজীবী বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

জঙ্গিপুর ঃ ২৫ এপ্রিল, রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় গ্রামীণ শ্রমজীবী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (১ম বর্ষ) অনুষ্ঠিত হয় মিঠিপুর ফুটবল ময়দানে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হরনাথ চন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন রঘুঃ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন। ৯টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। গত ২২ এপ্রিল নৌকা বাঁইচ প্রতিযোগিতা হয় আহিরণ ব্যারেজ থেকে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাট পর্যন্ত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ঘোড় দৌড়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন ২নং বিডিও সেলিম পটুয়া, স্থানীয় নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, যুগ্ম-বিডিও শরদিন্দু দাস। গ্রামের কৃষক এবং শ্রমিক পরিবারের অবহেলিত ছেলেমেয়েদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এই খেলাধূলার কথা ভেবে বর্তমান সরকার তথা রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Faraka Super Thermal Power Project
P. O. NABARUN ; DIST. MURSHIDABAD (W.B.)
Pin 742236

Materials Management Department

Tender no. FS : 42 : MD : SSID : T-23 dt. 9. 4. 90
Tender for sale of Steel Scrap

Sealed tenders are invited from reputed parties for sale of following Steel Scrap from NTPC, Farakka Project on "AS IS WHERE IS" basis.

Lot no.	Description	Approx. Qty.	E. M. D.
Lot-1	Reinforcement steel	330 MT.	Rs. 1·2 Lacs.
Lot-2	M. S. Rounds Scrap	40 MT.	Rs. 15000/-
Lot-3	Mixed Iron Scrap	400 MT.	Rs. 1·5 Lacs
Lot-4	Rejected Grinding rolls	90 MT.	Rs. 20,000/-
Lot-5	Rejected Ferrous castings	10 MT.	Rs. 2000/-
Lot-6	M. S. Plate Scrap	110 MT.	Rs. 40,000/-
Lot-7	Melting Iron Scrap	100 MT.	Rs. 25,000/-

Terms and Conditions :

1. Tender documents can be obtained from 25-4-90 onwards from Office of Senior Engineer (Stores) on payment of Rs. 50/- by Demand Draft, payable at SBI, Farakka Barrage (Code no. 0218), SBI. Andua (Code no. 7099), UBI, Khejuriaghat, Malda (Code no, C-69) in favour of NTPC or by cash at our cash counter. No other form of payment will be accepted. Last date for sale of tender documents would be 16-5-90 upto 11-30 a. m.
2. Tender will have to deposit EMD as indicated above in the form of Demand Draft only.
3. The offer will remain valid for 60 days from the date of tender opening.
4. Materials can be inspected on any working day from 25-4-90.
5. Tenders will be opened on 17-5-90 at 3-30 p.m. in the presence of those tenderers who wish to be present.
6. Offers should be submitted in two separate envelopes. One containing EMD only and the other envelope containing price/commercial details. First EMD envelope will be opened and then only the second price bid envelope of those, who have given EMD of correct amount in acceptable fashion will be opened.
7. Offers received after tender opening date/time will not be considered.
8. The above details are only indicative. Full details are given in our tender documents.
9. NTPC is not responsible for any postal/communication delays.
10. NTPC reserves the right for sale of tender documents, acceptance, or rejection of any tender without assigning any reason whatsoever,
11. Closing date & time of receipt of tender is 17-5-90 at 2 pm

Chief Materials Manager
NTPC FSTPP

হরিজন উচ্ছেদের চেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ এপ্রিল স্থানীয় বালিঘাটা মহল্লার মেছোয়াপাড়ার একটি হরিজন পরিবারকে তাঁদের ৩/৪ পুরুষের স্বত্ব দখলী ঘর থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করা হয়। খবরে প্রকাশ, দাগ নম্বর ৫৬৬ আর এস/৬৪৭ এল আর জমি বর্তমানে ভোগ দখলে আছেন সুকচাঁদ রবিদাস দিং, মৃত কর্ণ রবিদাসের ওয়ারিশগণ। উক্ত দাগের '০৯ শতক জায়গায় তাঁদের কাঁচা বাড়িঘর রয়েছে। ঘটনার দিন মুকুল সেখ, কামাল সেখ, রাজকুমার ঘোষ প্রভৃত ৫০/৬০ জন দুষ্কৃতী সকাল ৭টা নাগাদ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুকচাঁদদের আক্রমণ করে ও বাড়ীঘর ভেঙ্গে জবরদখলের চেষ্টা চালায়। আক্রান্তরা অসহায়ভাবে সমস্ত ঘটনা মহকুমা শাসককে জানালে ও পুলিশকে খবর দিলে তাঁদের চেষ্টায় হরিজন পরিবারটি উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা পান।

৭২ জন প্রার্থী লড়ছেন

(১ম পাতার পর)

ওয়ার্ডই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। ওয়ার্ড অনুযায়ী প্রার্থী-দের নাম দেওয়া হল—ওয়ার্ড নং ১—আব্দুল গাফফার (কং), মণ্ডল মজিবুর, মুন্নি মহম্মদ (নির্দ্দল), মহসেন সেখ (এস ইউ সি), সেখ এনামুল (সি পি এম), ২নং—খাঁ সেরাজুল ইসলাম (কং), খাঁন আনোয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম সেখ (নির্দ্দল), আব্দুল হান্নান (সি পি এম), মৈমুল ইসলাম (এস ইউ সি), ৩নং—আলি হোসেন সেখ (কং), অনিরুদ্ধকৃষ্ণ নাথ, অশোক দাস, দিলীপ সাহা, সারফুল আলম সেখ মহম্মদ মহসীন, (নির্দ্দল), নারায়ণ ঘোষ (বি জে পি), পশুপতি চক্রবর্তী (আর এ পি), ৪নং—রেজাউল করিম (কং), আব্দুল সাত্তার (আর এস পি), আনেসুর রহমান, এক্রামুল হক (নির্দ্দল), ৫নং—অচিন্ত্য দাস (সি পি এম), আব্দুল বাসির (কং), জয়দেব মণ্ডল (বি জে পি), আব্দুল সামাদ, মঞ্জুর আলি (নির্দ্দল), ৬নং—আসত সিংহ (কং), বলরাম সিংহ (বিজেপি), মানিক সূত্রধর (সি পি এম), নিমাই সিংহ (নির্দ্দল), ৭নং—গোপাল গোস্বামী (কং) মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য (সি পি এম), চিত্তরঞ্জন ধর (বিজেপি), অলোকেশ পাল ও তাহির সেখ (নির্দল), ৮নং—হরপ্রসাদ সিংহ (কং, সাধন মৈত্র (সি পি এম), ব্রজগোপাল সিংহ (বি জে পি), বড়খোদা (নির্দল) ৯নং—ইস্তেখার আলম (কং), রাজারাম মুদ্রা (আর এস পি), সাগামাল সেখ (ফঃ বঃ), আবুল কালাম খাঁন, খাঁ আইনাল খোদা, ফিরোজ আলি, সেখ মহম্মদ আজিম (নির্দল), ১০ নং—মোদাশ্বর হোসেন (কং), সেখ শিশমহম্মদ (সি পি এম), ধীরেন মণ্ডল (এস ইউ সি), হরেন্দ্র মণ্ডল (বিজেপি), সামাদ সেখ (নির্দল), ১১ নং—অরুণ সরকার (কং), আব্দুল হালিম গজনভি (সি পি এম), দিলীপ হালদার (বিজেপি) সনৎ ঘোষ (এস ইউ সি), আব্দুল মান্নান (নির্দল), ১২ নং—বালক মুখার্জী (সি পি এম), সুশান্ত পাণ্ডে (নির্দ্দল), ১৩ নং—অলোক সাহা (সি পি আই), অশোক সাহা (কং), দেবব্রত সাধু (বিজেপি), বিশ্বনাথ চন্দ (এস ইউ সি, প্রশান্ত চ্যাটার্জী নির্দল), ১৪ নং—মিহির হালদার (সি পি এম), গৌতম রুদ্র (ফঃ বঃ), সুবল হালদার (আর এস পি), মৃণাল ব্যানার্জী (এস ইউ সি), আশীষ ঘোষাল (বি জে পি) ১৫ নং—সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল (কং), মিএগা বদোরুজ্জা (সি পি আই), মানিক চক্রবর্তী (নির্দল)।

নিখোঁজ এক

(১ম পাতার পর)

নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে উক্ত জমির মালিক লালগোলা থানার নশিপুরের কমলা-কান্ত রায়ের সাথে গোপাল মণ্ডলের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও চলছে। ঘটনার দিন গোপাল মণ্ডল ও তাঁর লোকেরা বিতর্কিত ঐ জমির উপর ঘর তৈরীর চেষ্টা করলে কমলাকান্তের লোকজন বাধা দেয় ও সংঘর্ষ বাধে। ঐ সময় কমলা-কান্তের লোকজন কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়। খবর পেয়ে স্থানীয় থানার ও সি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও অভিযুক্ত খুহু মণ্ডল ও রঘুনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করেন।

আত্মসাতের অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

বিভিন্ন ফলের কলম গ্রামবাসীদের দেবার কথা। তার উপর ঐ টাকায় গ্রামগুলিতে প্রয়োজনীয় টিউবওয়েল ও রাস্তাঘাটে মোরাম দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার কিছুই না করে প্রধান টাকা খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। প্রধানকে ঘেরাও মুক্ত করতে চেষ্টা করলে সি পি এম সমর্থক-দের সঙ্গে বি জে পি সমর্থকদের হাতাহাতি হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ৫ জন সি পি এম ও ১৩ জন বি জে পি সমর্থককে ধরে এনে থানায় আটক করে। পরে জঙ্গিপুর আদালতে ১৪ /৩২৩/৪৪৮/৩৮০ ধারায় ৪৮/৯০ তাং ১৭ এপ্রিল নং কেস রুজু করা হয়। বি জে পি নেতা ষষ্ঠী ঘোষের নেতৃত্বে বি জে পি কর্মীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তির দাবীতে থানা ঘেরাও করা হয় বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সি পি এম নয় একজন মাত্র বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয়।

১। পশ্চিমবঙ্গ ধান চাল (লাইসেন্স এবং নিয়ন্ত্রণ) আদেশ ১৯৬৭

ক) নিবন্ধভুক্ত খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক মজুত এবং বিক্রয়ের নিয়ম——কোনও নিবন্ধভুক্ত খুচরা বিক্রেতা :

১) এককালীন ১০ কুইন্ট্যালের বেশী চাল মজুত করতে পারবেন না। ২) ক্রেতা অথবা নিবন্ধভুক্ত ক্রেতা ব্যতীত অন্য কাউকে চাল বিক্রয় করতে পারবেন না অথবা ৩) এককালীন ৭৫ কিলোগ্রামের বেশী চাল বিক্রয় করতে পারবেন না।

খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত পাইকারী বিক্রেতা কর্তৃক মজুত এবং বিক্রয়ের নিয়ম : কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত পাইকারী বিক্রেতা লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের ফর্ম 'ডি' কর্তৃক লিখিত অনুমতি ব্যতীত ১) এককালীন ৫০০ কুইন্ট্যালের বেশী চাল বিক্রয়ের জন্য মজুত করা অথবা ২) নিবন্ধভুক্ত ব্যবসায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও চাল বিক্রয় করতে পারবেন না।

গ) ক্রেতা কর্তৃক ধান ক্রয়ের নিয়ম : লাইসেন্স দানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনও ক্রেতা একই দিনে ১০০ কিলোগ্রামের বেশী ধান ক্রয় করতে পারবেন না।

২। পশ্চিমবঙ্গ ধান চাল (ক্রেতা কর্তৃক মজুত) নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৬৭

এই আদেশের অধীনে জেলার অন্তর্ভুক্ত কোন ক্রেতা পরিবার একই সময়ে ১'৮৭ কুইন্ট্যালের বেশী চাল (অথবা ইহার সমপরিমাণ ২'৮ কুইন্টাল ধান) মজুত করতে পারবেন না।

৩। পশ্চিমবঙ্গ ধান-চাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৮১

আন্তর্জাতিক সীমানা এলাকায় ধান চাল বহনের নিয়ন্ত্রণ : (আন্তর্জাতিক সীমানা এলাকার অর্থ বাংলা-দেশের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের ৮ কিলোমিটার পর্য্যন্ত সীমান্ত এলাকা) কোনও ব্যক্তি সরকারী আদেশ অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত আধিকারিকের অনুমতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার বাইরে থেকে উক্ত এলাকায় যানবাহন যোগে ধান চাল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। সীমান্ত এলাকায় বস-বাসকারী কোন ব্যক্তির গৃহস্থালীর খরচের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত ধান-চাল বহন এই আদেশের আওতায় পড়বে না।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যাঁরা উপরোক্ত আদেশগুলি লঙ্ঘন করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

জেলা সমাহর্ত্তা, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অন্নতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।